প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস

২০এ জানুয়ারি

১৯৫৫

প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রাসঙ্গিকী

প্রতিষ্ঠাতৃ-দিবস, ২০এ জানুয়ারি, ১৯৫৫

[১]

আজ এই মহাবিদ্যালয় একশত আটত্রিশ বৎসর অতিক্রম করলো। আজ আমরা স্মরণ করব সেই সব মনীষীদের কথা যাঁরা ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি মাত্র কুড়িটি ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যাঁদের দূরদৃষ্টি ও উৎসাহের ফলে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অকুণ্ঠ বদান্যতায় এর পরিপুষ্টি সম্ভব হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমে স্মরণ করতে হবে যুগমানব রামমোহন রায়, মহামতি ডেভিড হেয়ার, তদানীন্তন বর্ধমানাধিপ তেজচাঁদ বাহাদুর ও গোপীমোহন ঠাকুরকে। এঁদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন জয়কৃষ্ণ সিংহ, গোপীমোহন দেব, গঙ্গানারায়ণ দাস, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত, ফ্রান্সিস আল্‌ভিন ও হোরেস হেম্যান উইল্‌সন। বাঙলার তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এইসকল কীর্তিমান পুরুষদের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

১৮৫৫ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ নাম গ্রহণ করে এবং এই বৎসর এই রূপান্তরণের শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দে সরকার বাহাদুর যখন নূতন একটি সরকারি কলেজ স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তাঁরা হিন্দু কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের নিয়ে হিন্দু কলেজের গৃহেই প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাই এর আংশিক পরিবর্তন হ'লেও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত থেকে যায় এবং সেই হিসেবে ১৮১৭ সালের ২০এ জানুয়ারিই এই মহাবিদ্যালয়ের প্রকৃত জন্ম তারিখ; কিংবদন্তীতে কথিত আছে যে, চিরায়ু ফিনিক্স পক্ষী নিজের অবলুপ্তির মধ্য দিয়েই নব কলেবর লাভ করে। সেই উপমা গ্রহণ ক'রে বলা যেতে পারে যে, প্রেসিডেন্সি কলেজ নূতন প্রতিষ্ঠান নয়, তাহা হিন্দু কলেজেরই পুনরুজ্জীবিত রূপ।

[২]

স্বর্গত প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণ ক'রে এবার বিগত বৎসরের বিবরণী দিতে অগ্রসর হব। কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২৯১: তন্মধ্যে ৪৫০ জন কলা বিভাগের এবং ৮৪১ জন বিজ্ঞান বিভাগের। মোট ছাত্রসংখ্যার মধ্যে ১৬৪ জন ছাত্রী। গত বৎসর ৫১০ জন ছাত্র ও ২৮ জন ছাত্রী নানা শ্রেণীর সরকারি বৃত্তি পেয়েছে; এইসব বৃত্তির পরিমাণ ১,৪৮,২৫০ টাকা। এতদ্ব্যতীত ১৬৪ জন ছাত্র ও ৭ জন ছাত্রী বিনা বেতনে অধ্যয়ন করেছে; ১০১ জন ছাত্রী উদ্বাস্তু ত্রাণ বিভাগ থেকে সাহায্য পেয়েছে। এই বাবদে সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হয়েছে ৩৬,৩০০ টাকা। হিসেব করলে দেখা যাবে যে, শতকরা ৬৩ জন ছাত্রের জন্য সরকারি সাহায্যের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বিগত আই-এ ও আই এস-সি পরীক্ষার পাসের হার যথাক্রমে শতকরা ৮৯ ও ৯৬; আই-এ'তে প্রথম দশ জনের মধ্যে দু' জন ও আই এস-সি'তে প্রথম দশজনের মধ্যে ছ' জন আমাদের ছাত্র। বি এ ও বি এস-সি পরীক্ষায় পাসের হার যথাক্রমে ৮৪ ও ৭৫। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে ৩৮ জন ছাত্রছাত্রী; তন্মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ৩৩ জন—ইতিহাসে

৬ জন, অর্থনীতিতে ৩ জন, দর্শনে ২ জন, পদার্থবিদ্যায় ৬ জন, ভূবিদ্যায় ৫ জন, শারীরবৃত্তে ৪ জন, রসায়নে ৩ জন, গণিতে ২ জন ও সংখ্যাতত্ত্বে ২ জন। এই ৩৩ জনের মধ্যে ৩ জন ছাত্রী। ইংরেজি, বাঙলা ও উদ্ভিদবিদ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ছাত্রই প্রথম শ্রেণীর অনার্স পায় নি; তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে আমাদেরই ছাত্রেরা। এম এ ও এম এস-সি ছাত্রদের পঠনপাঠনের সঙ্গে এই মহাবিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তবু একথা উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের সঙ্গে যেসকল স্নাতকোত্তর ছাত্র জড়িত আছে তন্মধ্যে এবার ৯ জন এম এ'তে এবং ১০ জন এম এস-সি'তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

[৩]

এই বৎসর কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে অদল-বদল হয়েছে কম। বাঙলার প্রধান অধ্যাপক ডক্টর মনোমোহন ঘোষ সরকারি কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন; আমরা আশা করি অবসর জীবনে তিনি সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার গবেষণার দ্বারা আমাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ করবেন। শ্রীসরোজরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বদলি হয়ে যথাক্রমে কোচবিহার ও সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে চ'লে গেছেন। এই তরুণ অধ্যাপকদ্বয়ের অভাব আমরা খুব অনুভব ক'রে থাকি এবং আশা করি তাঁরা শীঘ্র এখানে ফিরে আসবেন। কলেজে নূতন নিযুক্ত হয়েছেন ইতিহাসে ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠি, রসায়নে ডক্টর শিশিরচন্দ্র রক্ষিত ও শ্রীরথীন্দ্র বসু রায়চৌধুরী এবং গণিতে ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ বসু। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীযতীন্দ্রনাথ মিত্র কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে বদলি হয়ে পুনরায় এখানে এসেছেন। অধ্যাপক ডক্টর ভবতোষ দত্ত কর্মান্তরে নিযুক্ত হওয়ায় যে পদটি খালি হয় তা পূর্ণ করতে এক বৎসরের অধিক সময় লেগেছে; সম্প্রতি শ্রীপ্রভাকর সেন সহকারী অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হ'য়ে অর্থনীতি বিভাগকে সম্পূর্ণাঙ্গ করেছেন। বাঙলা বিভাগে শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী প্রধান অধাপক নিযুক্ত হয়েছেন এবং তাঁর জায়গায় শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচি তাঁর পূর্বতন কর্মস্থলে ফিরে এসেছেন।

কিছুদিন হ'ল কলেজের দু'জন প্রখ্যাতনামা প্রাক্তন শিক্ষক পরলোক গমন করেছেন। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী মহেন্দ্রনাথ সরকার দেহত্যাগ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের একটি জ্যোতিষ্কের তিরোধান হয়েছে; আমরা বিশেষ ক'রে স্মরণ করি যে, তিনি ভারতীয় দর্শনের আলোক বিশ্বের দরবারে বিকিরণ ক'রে আমাদের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং অর্থনীতি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহের আকস্মিক মৃত্যু অতিশয় বেদনাদায়ক। ডক্টর সিংহ এই কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন; ১৯১৩ সালে তিনি অর্থনীতি শাস্ত্রে অনার্স পাস ক'রে ঈশান বৃত্তি পেয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ হিসেবে তিনি ভারতের সর্বত্র পরিচিত ছিলেন, এবং এই কলেজে তদীয় গুরু স্যার জাহাঙ্গীর কয়াজি প্রতিষ্ঠিত পঠনপাঠন-ধারাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। বিশেষত তাঁর সরল, অমায়িক ব্যবহারে তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীরা সমভাবে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সবাই প্রিয়জনবিয়োগব্যথা অনুভব করেছি।

[৪]

এই বৎসর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা অব্যাহতভাবে চলেছে এবং বিজ্ঞানের শাখা বিভাগগুলিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকে সমধিক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ভূতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রেরা চিরকালই

এই বিষয়ে অগ্রণী। এবার তারা আসানসোল, সিংহভূম, সাঁওতাল পরগনা, অন্ধ্র প্রদেশ ও মাদ্রাজ পরিক্রমণ ক'রে এসেছে। শারীরবৃত্ত বিভাগের ছাত্রেরা দক্ষিণ ভারতের মেডিকেল কলেজগুলি পরিদর্শন করেছে, সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রেরা নানা সংখ্যাতত্ত্ববিষয়ক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রেরা বোলপুর, হরিণঘাটা, সুন্দরবন, দামোদর উপত্যকা, রাঁচি প্রভৃতি বহু জায়গায় গিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছে ; রসায়ন বিভাগ থেকে ধানবাদ-সিন্ধ্রী ও লক্ষ্ণৌ-কানপুর পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রাণিতত্ত্ব বিভাগের ছাত্রগণ মাদ্রাজ উপকূলে পরিভ্রমণ ক'রে এসেছে এবং ছোট ডিঙ্গী ক'রে উন্মুক্ত সমুদ্রে অভিযান করেছে। এই অভিযান যে শুধু রোমাঞ্চকর তাই নয়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিক থেকেও ফলপ্রসূ হয়েছে। অভিযাত্রীরা ক্রুশদয় নামক প্রবালদ্বীপে গিয়ে নানা আদিম জীবজন্তুর সন্ধান পেয়েছে ও সংগ্রহ করেছে। ভূগোল বিভাগে যথাসম্ভব দৃশ্যমান বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভূগোলবর্ণিত স্থানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করে সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

সবদিকেই শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নততর মান বজায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে ডক্টর পি কে রায় দর্শনশাস্ত্রের চর্চার জন্য সেমিনার বা পাঠগোষ্ঠির প্রবর্তন করেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অগ্রসর ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ করা। ধীরে ধীরে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সমস্ত বিভাগেই গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু ১৯১৭ সালে কলেজের স্নাতকোত্তর বিভাগের অবলুপ্তির ফলে সেমিনারগুলিই বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়: কারণ অগ্রসর ছাত্রদের পক্ষেই স্বাধীন আলোচনা সম্ভব। সুখের বিষয় তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা এই সেমিনার-গুলিকে সজীব রেখেছে এবং ইতিহাস, অর্থনীতি, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগে নিয়মিত বিতর্ক ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থনীতি বিভাগে ও শারীরবৃত্ত বিভাগে প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের পুনর্মিলন-উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ছাত্রছাত্রীগণ এখন কলেজের মধ্যেই তাদের ব্যবহারিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারে; এই দিক থেকে তারা বিজ্ঞানের অন্যান্য ছাত্রদের সমপর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক বিভাগ থেকে দেওয়ালপঞ্জী প্রকাশনের ব্যবস্থা ক'রে ছাত্রছাত্রীদের চিন্তাশক্তিকে উদ্বোধিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। মাঝে মাঝে প্রখ্যাতনামা মনীষীরা সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি স্টিফেন স্পেন্ডার, অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলি, অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেন ও ডক্টর হোরার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদার্থবিদ্যায় নূতন দু'-একটি বিষয় পড়াবার আয়োজন করা হচ্ছে এবং ইংরেজি ভাষাভাষীদের জন্য ইংরেজিকে মাতৃভাষারূপে পড়াবার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করেছে।

[৫]

যে কলেজে প্রধানত শুধু ইন্টারমিডিয়েট ও বি এ. বি এস-সি পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানকার সরকারি বরাদ্দ দৈনন্দিন বিজ্ঞানশিক্ষার পক্ষেই পর্যাপ্ত নয়, সেখানে উন্নততর গবেষণার পথে বিঘ্ন বহুবিধ ও সম্ভাবনা অপ্রচুর। তবু ইহা উল্লেখযোগ্য যে প্রত্যেক বিভাগেই গবেষণার কাজ অপ্রতিহতভাবে অগ্রসর হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে পাওয়া যাবে। শুধু কয়েকটি বিষয়ের প্রতি এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। অধ্যাপকদের মধ্যে রসায়ন বিভাগ থেকে শ্রীশিশিরকুমার সিংহ, শ্রীসুভাষকুমার ঘোষ ও শ্রীশিশিরচন্দ্র রক্ষিত,

গণিত বিভাগ থেকে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু, পদার্থবিদ্যা বিভাগ থেকে শ্রীসরোজবন্ধু সান্যাল এবং শারীরবৃত্ত বিভাগ থেকে শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় ডি-ফিল উপাধি পেয়েছেন। ইংরেজি বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিধারী দুইজন গবেষক ডি-ফিল উপাধির জন্য নিবন্ধ পেশ করেছিলেন; একজনের নিবন্ধ অনুমোদিত হয়েছে এবং অপর নিবন্ধটি পরীক্ষাধীন আছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্যে পশ্চিমবঙ্গে যে বোর্ড গঠিত হয়েছে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী তার অন্যতম সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন; তিনি ইতিহাস কংগ্রেসের বিগত অধিবেশনেরও সদস্য হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ ডক্টর যতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্ভিদবিদ্যা শাখায় সভাপতিত্ব করেছেন; তা ছাড়া, তিনি বঙ্গীয় উদ্ভিদবিদ্যা সমিতির সভাপতিপদে পুনরায় বৃত হয়েছেন। অধ্যাপক নিশীথরঞ্জন কর সরকারি সাহায্য পেয়ে পূর্ব হিমালয়-সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয় নিয়ে গবেষণা-নিরত আছেন। নব-প্রতিষ্ঠিত প্রাণিবিদ্যা বিভাগে জীবকোষের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার তথ্যানুসন্ধানের বন্দোবস্ত করা হয়েছে এবং এই তথ্যানুসন্ধানের সহায়তা করবার জন্যে ইন্ডিয়ান কৌন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিআল রিসার্চ প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শিবতোষ মুখোপাধ্যায়কে একটি দামী যন্ত্র উপহার দিয়েছেন।

অধ্যাপকদের মধ্যে কেহ কেহ বিদেশে গিয়ে আধুনিক সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন। ইতিহাসের নবনিযুক্ত অধ্যাপক শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠি কলম্বিয়া থেকে এ এম এবং লন্ডন থেকে পি-এইচ ডি উপাধি লাভ করেছেন। রসায়ন বিভাগের ডক্টর শিশিরকুমার সিংহ উচ্চশিক্ষার্থ আমেরিকা গিয়েছেন এবং ভূগোলের প্রধান অধ্যাপক শ্রীনিশীথরঞ্জন কর কেন্দ্রীয় সরকারের বৃত্তি নিয়ে জার্মেনী ও আমেরিকা যাবেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের শ্রীশ্যামাশঙ্কর ভট্টাচার্য কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ ডি উপাধি পেয়েছেন।

[৬]

কলেজের প্রধান গৃহ নির্মিত হয়েছিল পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে; তারপর বেকার ল্যাবরটরিজ নির্মিত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে। কলেজের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, পাঠ্য বিষয়বস্তুও নিত্য বর্ধমান, তাই স্থানসংকুলান সমস্যা দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। বেকার ল্যাবরটরিজ গৃহের তিনতলায় কয়েকখানি ঘর নির্মিত হওয়ায় কাজের কিছু সুবিধা হয়েছে; বহুকাল পরে পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিজেদের গৃহে উঠে যাওয়ায় আমরা সাতখানা ঘর ফিরে পেয়েছি এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগ সম্প্রসারণের সুযোগ পেয়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা এই প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরির কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করেন। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে, লাইব্রেরির ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং দিন দিন এখানকার উপকরণ ও সুযোগসুবিধার প্রাচুর্য দেখা যাচ্ছে। এখন কলেজের গ্রন্থসংখ্যা ৭৫,১২৪ এবং নানা বিষয়ে পত্রিকা রাখা হয় ১৪০ খানা। গত বৎসর বই কেনা হয়েছে ২,৩১২ খানা এবং পুস্তক ক্রয় ও পত্রিকা বাবদে ব্যয় হয়েছে ২৮,৮৬০৮৹ আনা। পাঠক-পাঠিকারা বাড়ি নিয়ে বই পড়েছেন ২০,৬২০ খানা এবং কলেজে ব'সে বই দেখেছেন ১৯,৩৮১ খানা। তাড়াতাড়ি যাতে বই ও পত্রিকা পড়তে পাওয়া যেতে পারে তার জন্য কার্ডে লিখিত গ্রন্থসূচির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রীতি সম্মেলনের ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। ছাত্রসমাজ নাটক মঞ্চস্থ করেছে, সাহিত্য সভার আয়োজন করেছে, মানবাধিকারঘোষণা দিবসের উৎসব উদ্যাপন করেছে এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করেছে। কলেজের নানা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে সক্রিয় হ'ল বিতর্ক পরিষদ। এই পরিষদের ছাত্রেরা নিজেরা বিতর্কের বন্দোবস্ত করেছে, অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে এবং প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে বিশেষ বিতর্ক প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি যে ছাত্রযুগল এসেছিল তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের ছাত্রেরা এক মনোজ্ঞ বিতর্ক-সভার আয়োজন করেছিল। ভারতীয় আকাশবাণী থেকে যে নিখিল ভারত বিতর্ক প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল সেখানে আমাদের ছাত্র শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল, কলিকাতা রোটারি ক্লাব যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেছিল সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রথম স্থান অধিকার করেছিল এবং এখানকার ছাত্র শ্রীপ্রদীপ দাস শ্রেষ্ঠ বক্তা ব'লে বিবেচিত হয়েছিল; মেডিকেল কলেজের পক্ষ থেকে যে আন্তঃকলেজ বিতর্কের ব্যবস্থা করা হয় সেখানে আমাদের ছাত্র শ্রীকমল দত্ত ও শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল।

খেলাধুলায় আমাদের ছাত্রেরা তেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ এখন কলেজে ছাত্র ভর্তি করা হয় গুণানুসারে; ক্রীড়ানৈপুণ্যকে অন্যতম মান ব'লে স্বীকার না করলে এই ক্ষেত্রে উন্নতি অসম্ভব। তবু আনন্দের কথা এই যে, খেলাধুলা পরিত্যাগ ক'রে শুধু গ্রন্থকীট হয়ে ব'সে থেকে আমাদের ছাত্রেরা প্রবাদবর্ণিত জ্যাকের মত জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় নি। ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, ভলিবল, টেনিস, নৌচালনা—সমস্ত রকম খেলা তারা অনুশীলন করেছে এবং নানা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা সাড়ম্বরে প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে সম্পন্ন হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের অধ্যাপক জনাব আব্দুল ওয়াহাব মাহমুদ অন্যান্য বারের মত এবারও কলিকাতার তথা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

কলেজের ইডেন হিন্দু হস্টেলের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটছে এই কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করতে হবে। একদা বঙ্গের অন্যতম প্রধান ভূস্বামী মহিষাদল-রাজের অর্থানুকূল্যে এই ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেশি দিনের কথা নয়—এই ছাত্রাবাস শুধু যে আবাসিকদের কলরোলে মুখর হয়ে উঠত তাই নয়, একাধিক অধ্যক্ষ মন্তব্য ক'রে গেছেন যে, এখানেই বহু ছাত্রের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের বৈশিষ্ট্য সর্বাধিক দেদীপ্যমান। কিন্তু আজ এখানকার আবাসিক সংখ্যা মাত্র ১৬৬, আবার তার মধ্যে ১২ জন আবাসিক সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজের ছাত্র। কাজেই এখানে পূর্বের কর্মচাঞ্চল্য এবং নানা বিভাগের প্রতিযোগিতা এখন মন্দীভূত হয়ে এসেছে। তবু ছাত্রগণ সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নূতন-পুরাতনের মিলনোৎসবের আয়োজন করেছে এবং অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপন করেছে। ইডেন হিন্দু হস্টেলের সমস্যা সঙ্কটের আকারে দেখা দিয়েছে। এখানে বার্ষিক আয় বার হাজার টাকা এবং বার্ষিক ব্যয় বিশ হাজার টাকা। কলিকাতা কর্পোরেশন করভার প্রায় দ্বিগুণিত করেছেন কিন্তু আবাসিক সংখ্যার ক্রমাবনতির জন্য আয়ের পরিমাণ দিন দিন সঙ্কুচিত হচ্ছে। সরকার বাহাদুর এই বিষয়ে মনোযোগী হ'লেই এই ম্লানায়মান প্রতিষ্ঠানটি তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারবে।

[৭]

কলেজের নবীনতম প্রতিষ্ঠান প্রাক্তন-ছাত্রসমিতি। এখানকার সদস্য সংখ্যা ৭৫৭; তদ্ব্যতীত ৫০ জন আজীবন সভ্যও আছেন। প্রাক্তন ছাত্রেরা শ্রীরিধায়ক ভট্টাচার্যের "তাইতো" অভিনয় ক'রে পূজাবকাশের প্রাক্কালে এক আনন্দমুখর সন্ধ্যার আয়োজন করেছিলেন এবং এক দিন চা-চক্রে মিলিত হয়েছিলেন। এখানে সানন্দে উল্লেখ করতে চাই যে, সম্প্রতি আমাদের অনেক প্রাক্তন ছাত্র নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। সর্বাগ্রে অভিনন্দন করব ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীসুব্রত মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোককুমার চন্দের পদোন্নয়ন। সুব্রতকুমার ভারতীয় সামরিক বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদ পেয়েছেন এবং অশোককুমার ভারতের অডিটর-জেনারেল নিযুক্ত হয়েছেন। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং শ্রীসুধীরকুমার মজুমদার ও শ্রীনগেশচন্দ্র চক্রবর্তী পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য মনোনীত হয়েছেন।

[৮]

এবার আমাদের অভাব-অভিযোগ ও আবেদন-নিবেদনের পালা। প্রথমেই স্থানসংকুলান সমস্যার দিকে দৃষ্টি যায়। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে যখন হঠাৎ কলেজে কলেজে বিরামপীঠিকা বা কমন রুমের প্রচলন হয় তখন প্রথমে একটি এবং পরে দুইটি ক্লাসঘর এই প্রয়োজনের জন্য ব্যবহৃত হয়; সেই নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়েছে। ১৬৪ জন মেয়ের বসবার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা দেখলে মনে হ'তে পারে যে, রাসায়নিক পরীক্ষাগৃহের সন্নিকটে আমরা নূতন অন্ধকূপ রচনার এক্সপেরিমেন্ট করছি। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল ধ'রে সভাগৃহ নির্মাণের কথা চলছে, কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রায় রূপকথার আকার ধারণ করেছে। ছাত্রের সংখ্যা ও পাঠ্য বিষয়বস্তুর বহর বেড়ে গেছে, কিন্তু স্থানাভাবে উপযুক্ত পঠন-পাঠনের বন্দোবস্ত করা যাচ্ছে না। লাইব্রেরিতে বই রাখবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই, যে সমস্ত বই জীর্ণ হয়ে গেছে সেইগুলি বাঁধাবার কাজও শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজের মান-মন্দির জ্যোতির্বিদ্যা অধ্যয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানে বহু মূল্যবান যন্ত্র কেনা হয়েছিল, কিন্তু নানা কারণে তা প্রায় অব্যবহার্য হয়ে পড়েছিল। সম্প্রতি অভিজ্ঞ কারিগরের পুনর্নিয়োগের ফলে কিছু সংস্কার সাধিত হয়েছে, কিন্তু এখনও এই সব যন্ত্রপাতির যথোপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে না; সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎসাহ ও সাহায্য পেলে এই মান-মন্দির ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারবে।

অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও গবেষণার ব্যবস্থাও নানা দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। পূর্বে অধ্যক্ষরা অস্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ করতে পারতেন, এখন তাঁদের হাতে সেই ক্ষমতা না থাকায়, কোন পদ খালি হ'লে তা অনেক দিন পূরণ হয় না। পূর্বোল্লিখিত একটি দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি করলে কথাটা প্রাঞ্জল হবে। অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের শূন্য স্থানটি অস্থায়িভাবে পূরণ করতে কিঞ্চিদধিক চৌদ্দ মাস সময় লেগেছে। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে। শিক্ষকের কাজ বিশেষজ্ঞের বিশেষ নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে; সেখানে এরূপ বিলম্ব শুধু যে সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করে তাই নয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার মানও নিচু ক'রে দেয়।

গবেষণার যে ব্যবস্থা আছে তাও মননপ্রধান কাজের পক্ষে অনুকূল নয়। আর্টস বিভাগে কোন বৃত্তির ব্যবস্থা নেই এবং সম্প্রতি সরকার বাহাদুর লাইব্রেরির জন্য বর্ধিত হারে অর্থ-সাহায্য করলেও সেই সাহায্য গবেষণা কাজের পক্ষে অপ্রচুর। বিজ্ঞান বিভাগে বৃত্তি দেওয়া হয় বটে, কিন্তু সেই দান এত বিধিনিষেধের দ্বারা কণ্টকিত যে, তা আশানুরূপ ফল দিতে পারে না। গবেষক ও পর্যবেক্ষককে খানিকটা কর্তৃত্ব না দিলে স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ সম্ভব হবে না।

প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপনের ও পরিচালনের প্রধান উদ্দেশ্য উন্নততর অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা। সেইজন্য সরকার বাহাদুর যে আয়োজন করেছেন তা হয়তো পর্যাপ্ত নয়, কিন্তু তারও সুপ্রয়োগ হচ্ছে না। স্নাতকোত্তর বিভাগ উঠে যাওয়ার পর থেকেই এই অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়-সম্পর্কিত নূতন আইনে এই কলেজ অনুমোদিত কলেজের পর্যায় ছেড়ে কনস্টিট্যুয়েন্ট কলেজ বা অঙ্গী বিদ্যালয় ব'লে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে এই স্বীকৃতি নামান্তর মাত্র, রূপান্তর নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাদান ব্যাপারে এ কলেজ এখনও খুব গৌণ অংশ পাচ্ছে, গবেষণা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এ বিদ্যালয়ের কোন স্থান নেই। ইহা শুধু এ কলেজের পক্ষেই অমর্যাদার কথা নয়, দেশের শক্তি ও উপকরণের অপচয়ও বটে।

এই মহাবিদ্যালয় বাঙালীর অন্যতম প্রধান গৌরবের বস্তু, বহু মনীষীর সাধনা ইহার ঐতিহ্য রচনা করেছে. সরকার শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন তার একটা মোটা অংশ ইহাকে পরিপুষ্ট করছে এবং সকলের সমবেত চেষ্টাতেই এই অনন্য প্রতিষ্ঠান তার যোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবে। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০এ জানুয়ারি যখন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন প্রতিষ্ঠাতাদের সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে তাঁরা যে বটবৃক্ষের বীজ বপন করলেন তা একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে দিকে দিকে তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করবে। একশত আটত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থকতা ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের স্বপ্ন সেইদিনই পূর্ণ সফলতা লাভ করবে যেদিন তাঁদের মানস-তরুর শাখা-প্রশাখাই শুধু প্রসারিত হবে না, পরন্তু তার শীর্ষদেশ গগনস্পর্ধী হবে।

বন্দে মাতরম্ ॥

APPENDIX

Statement of Publications and of Research Work by Members of the Staff of the Presidency College or by Students working under their guidance during 1954

History

Chaudhuri, S. B.

1. Disturbances in the Early British Period in India (Indian History Congress, 1954).
2. Civil Disturbances under British Rule (in the Press).

Sarkar, S. C.

On Toynbee's theory about the World and the West (*Itihasa,* IV, 2).

Philosophy

Chaudhuri, P. J.

1. Introduction to Philosophy of Science (Progressive Publishers, 1954).
2. Saundaryya Darshan (Bengali) (Visva-Bharati Publication, 1954).
3. Tagore and the Problem of God (*Visva-Bharati Quarterly,* April, 1954).
4. Is Metaphysics Possible? (*Prabuddha Bharata,* March, 1954).
5. Keno-panishad : A Philosophical Commentary (*Prabuddha Bharata,* November, 1954 and December, 1954).
6. Materialism Versus Mentalism (*Prabuddha Bharata,* January, 1955).
7. Meaning and Verification of Knowledge (*Philosophical Quarterly,* January, 1955).

Mazumdar, A. K.

1. শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রগঠন, হাওড়া, ১৯৫৪।
2. Vivekananda and the Re-interpretation of Vedanta as the basis of Universal Religion (*Bulletin of Ramkrishna Mission Institute of Culture,* January, 1954).

Economics

Ghosh, R. C.

1. Impact of Treaty Implementation on the Distribution of Powers in Federal Constitutions (*The Indian Journal of Political Science,* April-June, 1954).
2. An Introduction to the Politics of the Middle East (World Press).

Bengali

Chakravarti, Janardan

প্রার্থনাবিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী (উজ্জীবন)।

Bagchi, Sasanka Mohan

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী (ভূমিকা ও টীকাসহ সম্পাদিত)।

Das, Kshudiram

রবীন্দ্রনাথের বিপ্লবী কবিমানস (জয়শ্রী, পূজা সংখ্যা)।

Bhattacharya, Devipada

বঙ্গসাহিত্যে প্রথম আত্মজীবনী (দেশ)।

Chaudhury, Bhudeb

বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (সাহিত্যের ইতিহাস)।

আনন্দমঠ ও বাঙ্গালীর স্বাধীনতা (জয়শ্রী, শ্রাবণ ১৩৬১)।

Mathematics

Ghosh, N. L.

(1954) A Theory of Resistance in Potential Flows, Parts I-IV (*Proc. Nat. Inst. Sc. Ind.*, Vol. XX, No. 1, 1954).

Bose, B. N.

1. Certain Theorems on Self-Reciprocal Function [*Bulletin Cal. Math. Soc.* (in the Press)].
2. Certain Theorems on Self-Reciprocal Function in Operational Calculus and Transforms involving the Kernel Km. (X) [*Bull. Cal. Math. Soc.* (in the Press)].
3. Certain Theorems on Self-Reciprocal Function in Operational Calculus [*Bull. Cal. Math. Soc.* (in the Press)].

De, K. K.

Resistance of an infinite cylinder in two dimensional flow with uniform vorticity [*Bull. Cal. Math. Soc.* (in the Press)].

Botany

Sen Gupta, J. C.

1. Investigation on the physiology of growth and development of *Hibiscus subdariffa,* L.N.P. 5 (1954), *Intr. Bot. Congr., Paris,*- Abs. II, p. 347 (jointly with S. Talukdar).
2. Effect of *indoleacetic* acid and *Triiodobenzoic* acid in (*i*) short day plants: (*a*) *Corchorus capsularis,* (*b*) *Corchorusi olitorius* (*c*) *Sorghum roxburghii* var. hians and (*ii*) Day nutral plants: *Brassica juncea* var, p. 72 (1954) *Intr. Bot. Congr., Paris,* Abs. II, p. 332.
3. Effect of treatment with hormones on the setting of fruits and induction of seedlessness (1954), *Jour. Ind. Bot. Soc. 33,* 112 (jointly with S. K. Chattopadhyay).

4. Hormones and rooting in Intact Plants and Cuttings (1954), *Current Science, 23,* 294 (jointly with S. K. Chattopadhyay).
5. Breaking of dormancy of Potatoes by Thiocyanates (1954), *Science and Culture, 19,* 614 (jointly with S. K. Chattopadhyay).
6. Effect of 2, 3, 5: Triiodobenzoic acid on growth and development of Tomato (1954) *Bull. Bot. Soc. Beng.* (in the Press) (jointly with S. K. Chattopadhyay).
7. Effect Pre-sowing treatment with hormones on germination of some common Indian Fibre crops (1954) *Bull. Bot. Soc. Beng.* (in the Press).
8. Control of flower initiation in plants (1955) Presidential Address, Botany Section, 42nd session of the Indian Science Congress.

Chakravarty, H. L.

1. Morphology of the stamens in *Benicase hispida, Bull. Bot. Soc. Beng.* (1952) *6,* 53-54 (published in 1954).
2. Monograph on Indian *Cucurbitaceae*: Communicated for publication in the Records of *B.S.I.* (1954).
3. Indian Aconites: Economic Botany, New York, 1954 (in Press).
4. Spices of India: *Philipp. Jour. Agri.,* 1954, Vol. 19, Nos. 2-4, 1954 (in the Press).
5. Revision of Indo-Burmese Rauwolfia, *Bull. Bot. Soc. Beng.* 1954 (in the Press).
6. Morphology of the male flowers of *Cucurbitaceae*: Communicated for publication in the *Proc.-Linn. Soc.,* London.
7. Introduction of Food and Vegetable Plants in India: Communicated for *Proc. Ind. Sc. Cong.,* 42nd Session Baroda.

Choudhuri, J. K.

1. Camphor and camphor oil in *Ocimum Kilimandscharicum, Sc. and Cult.,* 1954, *19,* 354.
2. Essential oil from *Cinnamomum cecidodaphne*: Essential oil symposium, Harcourt Butler Technological Institute, 1954.

Gangulee, H. C.

1. Rice cultivation in U.S.A., *Jour. Science Club.* (1954) 7 130-35.
2. Types of flowering behaviour in Rice and the distinctiveness of the Aman type, *Current Science* (1954), *23.* 50-51.

Bhaduri, S. N.

Heterogeneity in laboratory data of symbiotic Nitrogen Fixation, *Proc. Ind. Sc. Cong.,* 42nd Session, Baroda (1954), Statistical section, Symposium.

Mitra, J. N.

1. Morphology and Anatomy of *Synadenium grantii, Jour. As. Soc. Beng.*, 1953, *19*, No. 2, 121-136 (published in 1954).
2. Review and Revision of *Commelinaceac* in Eastern India, *Bull. Bot. Soc. Beng.* (1952), *6*, 41-43 (published in 1954).
3. Flora of Dacca, *Bull. Bot. Soc. Beng.* (1953) (in collaboration with R. M. Dutta) (in the Press).

Physics

Kar, Dr. K. C. (with research scholars and also with members of the staff)

1. The generalised Interaction Potential between Nucleous (with Sri H. Mukherjee, Lecturer in Physics), *Ind. Jour. Theo. Phys.*, Vol. II, 1954.
2. Note on the minimum bowing pressure, *Ind. Jour. Theo. Phys.*, Vol. II, 1954.
3. *On β - emission and Energy Levels of the Product Nuclei,* By S. Banerjee and Miss. A. Mitra, *Ind. Jour. Theo. Phys.*, Vol. I, 1954.
4. On the Decay Energy in Artificial Disintegration, Mrs. Rekha Basu, *Ind. Jour. Theo. Phys.*, Vol. II, 1954.
5. A note on Sargent's Rule in β - decay, Miss. A. Mitra, *Ind. Jour. Theo. Phys.*, Vol. II, 1954.

Sen Gupta, Dr. R. L. (with his research scholars)

1. Nebel Kaumar: Untersuchungen der Erzengung durch dringender Schauer in Aluminium and Blei.
2. Cloud chamber Study on the Second Maximum of the Rossi Curve in Cosmic Rays under lead.

Chakraborty, R.

On the production of meson pairs from Cosmic Ray neutral particles.

Mukherjee, H.

The generalised Interaction Potential between Nucleons (with Dr. K. C. Kar).

Chemistry

Rakshit, P. C. and Mazumdar, D. K.

1. The phase Diagram study of Salol-Naphthalene System, *Jour. Ind. Chem. Soc.* (accepted).
2. The Phase Diagrams of Binary System, Diphemyl, Salol etc., Proceedings of *Ind. Sc. Congress,* 1955.

Shome, S. C. and Chowdhury, A. K.

The Intibition of Corrosion of Steel by Pigments, Proceedings of *Ind. Sc. Congress,* 1955.

Sen Gupta, S. C. and Bhattacharyya, A.

1. Synthesis of Polynuclear Hydrocarbons with Fused Cyclopentone Ring, Part II., *J. Ind. Chem. Soc., 30,* 805.
2. Synthesis of Polynuclear Hydrocarbons with Fused Cyclopentone Ring, Part III., *J. Ind. Chem. Soc.* (accepted).

Sen Gupta, S. C. and Chatterjee, D. N.

1. Studies in Catalytic Dehydrogenation, Part III., *J. Ind. Chem. Soc., 31,* 11.
2. Studies in Catalytic Dehydrogenation, Part IV, *J. Ind. Chem. Soc., 31,* 285.
3. Studies in Catalytic Dehydrogenation, Part V, *J. Ind. Chem. Soc.* (communicated).
4. Studies in Catalytic Hydrogenation, Part VI, *J. Ind. Chem. Soc.* (communicated).

Das Gupta, P. R.

Metabolism of Aminoacids in Heart and Lung Tissues, *Ind. Jour. Med. Res., 42,* 405, 1954.

Sinha, S. K.

1. Ion Activity Measurements with Resin Membrance Electrodes, Part II., *J. Ind. Chem. Soc., 31,* 572, 1954.
2. Ion Activity Measurements with Resin Membrance Electrodes, Part III, *J. Ind. Chem. Soc., 31,* 574, 1954.

Sinha, S. K. and Basu, A. S.

Ion Activity Measurements with Resin Membrance Electrodes, Part IV, *J. Ind. Chem. Soc.* (communicated).

Chakravarty, S. R. and M. M.

1. The Composition and Utilisation of Indian Tea Seed Oils, *Ind. Soap Jour., 20,* 16, 1954.
2. The Composition of Indian Tea Seed Oils, *Science and Culture,* 1954.

Bhattacharyya, P.

On the Distribution Co-efficient of Oxalic Seed between Ether and Water, *J. Ind. Chem. Soc.* (communicated).

Chakravarti, S. C. and D. P.

Chemical examination of P. emodi Wall var. Hevandrum (Royle). *Jour. of American Pharmaceutical Association* (Scientific edition), Oct., 1952.

Geology

Ray, S. (with K. Naha)

Sylhet traps: local petrographic study, *Indian Science Congress,* 1954.

Saha, A. K.

1. Grandiorities around Bahalda Road, Mayurbhanj, *Jour. Geol. Min. Met. Soc. India,* Vol. 26.
2. On Linear structures in Diorites and associated rocks in East Singhbhum. *Current Science,* Vol. 23, No. 9.
3. Metasomatic diorites of Eastern Singhbhum, *Indian Science Congress,* 1954.
4. Deformation-lamellae in quartz from grano-phyric granite and diorite of Butgora-Sarjori area—Eastern Singhbhum, *Indian Science Congress,* 1954.

Banerji, A. K.

1. A. Kyanite Pegmatite from Ghagidih, Singhbhum, *Science and Culture,* Vol. 20, No. 5.
2. On some shear-zone epidorites from South of Tatanagar, *Indian Science Congress.*

Zoology

Mookerjee, Sivatosh

1954. Organisation in Evolutionary Designs. Symposium Vol. *Nat. Ins. Sci.* On Organic Evolution.

1954. Cellular Interactions in Morphogenesis. *Cur. Sci.* (in the Press).

1954. Evocatory Complex in Organisation. J. Embry. *exp. Morph., London* (in the Press).

Mookerjee, Sivatosh and De, P.

1954. Radiational changes in the localisation pattern of the alkaline phosphatase in the cells of the Cancer *Cervix* Uterii, *Cancer Res. Philadel* (in the Press).

Mookerjee, Sivatosh and Bose, Asoke

1954. Properties of ionaised cells in differentiation and organisation, *Proc. Nat. Sci.,* India.

Bose, Asoke and Mookerjee, Sivatosh

1954. Effects of X-rays on the levels on Organaiser-action. Nature (in the Press).

Hajra, Banshi and Mookerjee, Sivatosh

1954. Compositional difference in the Cystic and Trophic forms of amoebae. Nature (in the Press).

আসা যাওয়ার পথের ধারে A Scientist's recollection of a Pilgrimage.

Physiology

Banerjee, Sachchidananda, Rohatgi, Krishnasudha and Lahiri, Sukhamay

Pantothenic acid, folic acid, biotin and niacin contents of germinated pulses. *Food Research, 19,* 134 (1954).

Belavady, Bhavani and Banerjee, Sachchidananda

Metabolism of cholesterol in scorbutic guinea pigs. *J. Biol. Chem., 209,* 641 (1954).

Ghosh, Naresh Chandra, Chatterjee, Kantipada and Chattopadhyay, Dhurjati Prosad and Banerjee, Sachchidananda

Liver as the site of synthesis of nicotinic acid from tryptophane in rats. *Proc. Soc. Expt. Biol. and Med., 86,* 346 (1954).

Deb, Chandicharan, Banerjee, Sachchidananda and Mukherjee, Achintya Kumar

Adrenal cortical activity, in pantothenic acid deficient rats. *Indian J. Med. Res., 42,* 589 (1954).

Mukherjee, Achintya Kumar and Banerjee, Sachchidananda

Studies in histological changes in experimental scurvy. *Anatomical Record,* December (1954).

Statistics

Bhattacharyya, A

Notes on the use of unbiased and biased statistics in the binomial population, *C.S.A., Bulletin,* No. 20, October, 1954.

Ghosh, B. N.

A variance in Areal sampling, *C.S.A., Bulletin,* Vol. 5, No. 18. March, 1954.

পবমু-৫৪/৫-৮৫৬৬এফ-১,৫০০